ঝিনাইদহে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাঁচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালিত

ঝিনাইদহে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়েছে। জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের আয়োজনে বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালী বের করা হয়।

র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ বি এম খালিদ হোসেন সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মনজুর মোর্শেদ, সিভিল সার্জন ডা: মো. কামরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক গোলক মজুমদার। অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে দেশীয় ভেষজ উদ্ভিদের জৈব চাষাবাদ বিষয়ক কর্মশালা

উচ্চমূল্যের আমদানিনির্ভর ভেষজ উদ্ভিদের দেশীয় জৈব চাষাবাদে গুরুত্বারোপ করে ঝিনাইদহে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে শহরের ফুড সাফারি মিলনায়তনে বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক

মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বামা) এ কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বামার কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বিশিষ্ট আয়ুর্বেদিক গবেষক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক সিরাজুম মনিরা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা ঔষধ পরিদর্শক ইকরামুল করিম, সেতু ড্রাগ ল্যাবরেটরিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহম্মদ আলী বিশ্বাস এবং বামার নির্বাহী সদস্য এ বি এম জাহাঙ্গীর। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন বামার বিভাগীয় প্রধান আকরাম হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডা. মো. মিজানুর রহমান।

বক্তারা বলেন, বর্তমানে দেশে যে সব ভেষজ ওষুধ তৈরি হয় তার একটি বড় অংশের কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। অথচ দেশের উপযোগী জলবায়ুতে এসব ভেষজ উদ্ভিদের জৈব চাষাবাদ সম্ভব। কৃষি উদ্যোক্তাদের এ বিষয়ে সচেতন ও উৎসাহী করতে হবে। এতে একদিকে যেমন আমদানি নির্ভরতা কমবে, অন্যদিকে কৃষির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ওষুধ প্রস্তুতকারক, কৃষি উদ্যোক্তা ও ভেষজ গবেষকরা অংশগ্রহণ করেন।

ঝিনাইদহে স্বাস্থ্য সহকারীদের ৬ দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

৬ দফা দাবি আদায়ে ঝিনাইদহে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে স্বাস্থ্য সহকারীরা।

মঙ্গলবার (২৪ জুন) সকালে সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয় চত্বরে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ হেলথ এ্যাসিস্ট্যান্ট এ্যাসোসিয়েশন সদর উপজেলা শাখার আয়োজনে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। ঘন্টা ব্যাপী অবস্থান কর্মসূচিতে দাবি সম্বলিত ব্যানার, লিফলেট নিয়ে উপজেলার সকল

স্বাস্থ্য সহকারীরা অংশ নেয়।

সেসময় হেলথ এ্যাসিস্ট্যান্ট এ্যাসোসিয়েশন সদর উপজেলা শাখার সভাপতি আব্দুর রাকিব, সাধারন সম্পাদক কাজল কুমারসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তরা বলেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক পর্যায়ে উন্নীত করে ইন-সার্ভিস ডিপ্লোমা প্রশিক্ষনের মাধ্যমে টেকনিক্যাল পদমর্যাদা প্রদান ও ১১তম গ্রেডে বেতন স্কেল উন্নীত করাসহ ৬ দফা দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে। দাবি বাস্তবায়ন না করা হলে পরবর্তীতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষনা হুশিয়ারি দেন তারা।

ঝিনাইদহে ভ্যান চালক হত্যা মামলায় ১৯ বছর পর ৪ জনের যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহে চাঞ্চল্যকর রবিউল ইসলাম ওরফে রবে হত্যা মামলায় ৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

সোমবার (২৩ জুন) বিকালে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত-২ এর বিচারক উৎপল কুমার ভট্টাচার্য্য এই রায় ঘোষণা করেন। বাকী ১১ আসামিকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়েছে।

নিহত রবিউল ইসলাম রবে সদর উপজেলার বিষয়খালী গ্রামের মৃত ইনছার আলী শেখের ছেলে এবং পেশায় ভ্যানচালক ছিলেন।

যাবজ্জীবন প্রাপ্তরা হলেন, বিষয়খালী গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে মাজেদুল ইসলাম ওরফে মাজু, আশরাফের ছেলে রসুল, মৃত আফজাল হোসেনের ছেলে আজিজুল এবং মৃত শামসুদ্দিনের ছেলে গোলাম রসুল। তবে বেকসুর খালাস পেয়েছেন মামলার এজাহারভুক্ত আসামি সদর উপজেলার ৭নং মহারাজপুর ইউপির বর্তমান চেয়ারম্যান খুরশীদ আলম মিয়া। রায় ঘোষণার সময় সব আসামি এজলাসে উপস্থিত ছিলেন।

হত্যার ঘটনায় ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে সদর থানায় মামলা করেন নিহতের ভাই আনোয়ার হোসেন। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে ২০২৪ সালে আগস্ট মাসের ৩ তারিখে এই মামলার রায় ঘোষণার দিন ধার্য্য হলেও সেদিন রায় ঘোষণা করা হয়নি। এভাবে রায় ঘোষণার অন্তত ৪টি নির্ধারিত দিনেও ঘোষণা করা হয়নি। অবশেষে সোমবার বিকালে রায় ঘোষণা করা হয়। মামলার বিবরণে জানাগেছে, নিহত রবিউল ইসলাম ওরফে রবের স্ত্রী আইরিন খাতুনের সাথে আসামি গোলাম রসুলের অনৈতিক সম্পর্কের কথা জানাজানি হলে গ্রাম্য শালিসে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় গোলাম রসুলকে।

গোলাম রসুল ও মামলার অন্যান্য আসামিরা তৎকালীন ইউপি মেম্বার খুরশীদ আলমের পক্ষের লোক ছিল। শালিসের জেরে ২০০৬ সালের ১০ জানুয়ারি রাত আনুমানিক ৮টার দিকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসামি আজিজুল সহ অন্যান্যরা। সেদিন থেকেই সে নিখোঁজ ছিলো। পরে ওই বছরের এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে পার্শ্ববর্তী হুমোদার বিলে খালের দক্ষিণ পাড় থেকে মাটিতে পুতে রাখা অবস্থায় উদ্ধার করা হয় রবিউল ইসলাম ওরফে রবের মরদেহ। তার ভাই আনোয়ার হোসেন তার মরদেহ শনাক্ত করেন। ওই দিন ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

ঝিনাইদহে ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি

ঝিনাইদহে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতদল ব্যবসায়ীর পরিবারের সদস্যকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে লুট করেছে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার। রোববার রাতে সদর উপজেলার উত্তর শোমসপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী ওই গ্রামের ব্যবসায়ী সাগর খাঁ জানান, রাত আড়াইটার দিকে একদল ডাকাত তার বাড়িতে প্রবেশ করে। ঘরের গেট খুলে ভেতরে প্রবেশ করে পরিবারের সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। পরে লোহার সিন্দুক খুলে নগদ দুই লাখ টাকা ও ৮ ভরি স্বর্ণালংকার লুটে

করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দিয়েছে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, রাতে সংবাদ শোনার পর সেখানে পুলিশ পাঠিয়েছিলাম। আমিও ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করেছি। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। আশাকরি দ্রুতই এর সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে।

জুলাই ঘোষণাপত্র ও সনদের দাবীতে ঝিনাইদহে সংবাদ সম্মেলন

বিপ্লবী সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জুলাই ঘোষণাপত্র ও জুলাই সনদের দাবীতে ঝিনাইদহে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে।

রোববার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জুলাই যোদ্ধা সংসদ জেলা শাখার আয়োজনে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জুলাই যোদ্ধা সংসদ জেলা শাখার সদস্য সচিব রত্না খাতুন। সেসময় উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনটির আহ্বায়ক আনিচুর রহমান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সদস্য সচিব সাইদুর রহমান, জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক হুমায়ন কবির, জুলাই যোদ্ধা রাহাত মিয়া, মাসুম বিল্লাহ, সাইফুল ইসলাম মানিকসহ অন্যান্যরা।

সেসময় বক্তারা বলেন, আমাদের ন্যায্য ও যৌক্তিক দাবি ‘জুলাই ঘোষণা পত্র’ প্রদানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য যে ত্রিশ কার্যদিবসের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেই সময়সীমার মধ্যে আর মাত্র তিন কার্যদিবস বাকি থাকলেও এখনো পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। আমরা মনে করি, যে কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ সরকারের নৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এটি আমাদের আন্দোলনের একক উদ্দেশ্য নয়, বরং দেশের সাধারণ মানুষের ন্যায্য প্রত্যাশারই প্রতিফলন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সদস্য সচিব সাইদুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে গণঅভ্যুথানের পর ছাত্র-জনতার আকাংখা জুলাই ঘোষণাপত্র, গণহত্যার বিচার, নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য দৃশ্যমান সংস্কার প্রয়োজন। যা এখনও পর্যন্ত বর্তমান সরকার বাস্তবিক প্রতিফলন ঘটাতে ব্যার্থ হয়েছে। আমরা আশা করি দ্রুত সময়ের মধ্যে জুলাই ঘোষণাপত্র প্রদাণ, গণহত্যার বিচার শুরু ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য দৃশ্যমান সংস্কার শেষ করে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমুলক নির্বাচন উপহার দিবে।

ঝিনাইদহে মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন’র আত্মপ্রকাশ

একঝাঁক উদ্যোমী ও কর্মঠ তরুণ সংবাদকর্মীদের সমন্বয়ে ঝিনাইদহ মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন’র আত্মপ্রকাশ হয়েছে।

শহরের এইচ এস এস সড়কের মডার্ন মোড়ের মোল্লাবাড়ি ভবনের ২য় তলায় অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে আহবায়ক হিসেবে বাংলা ভিশন টেলিভিশনের মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার এম আর রাসেল ও দৈনিক বাংলা ৭১’র রিপোর্টার শেখ ইমনকে সদস্য সচিব নির্বাচিত করা হয়।

কমিটিতে যুগ্ম-আহবায়ক হিসেবে সময়ের আলোর রিপোর্টার সম্রাট হোসেন এবং সদস্য হিসেবে খোলা কাগজের রাজীব মাহমুদ টিপু, আজকের প্রত্যাশা প্রতিনিধি সুলতান আল এনাম, কালের কণ্ঠের আব্দুর রাজ্জাক রাজন, জনবাণীর সাইফুল ইসলাম, বাংলা এডিশনের আশরাফুল ইসলাম, বাংলাদেশের খবরের এম বুরহান উদ্দীন, আমার বার্তার মিশুক হোসেন ও ভোরের আকাশ প্রতিনিধি সুজন বিপ্লব বিশ্বাসকে নির্বাচিত করা হয়।

ঘোষিত আহবায়ক কমিটিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দসহ জেলা- উপজেলায় কর্মরত সাংবাদিকরা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহে কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহে রোপা আমনের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাড়ে ৪ হাজার কৃষকের মাঝে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার (২১জুন) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি অফিসের আয়োজনে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

সেসময় জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায়, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজীয় আক্তার চৌধুরী, কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ নবী, অতিরিক্ত কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জুনাঈদ হাবীবসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি অফিস জানায়, সরকারের খরিপ-১ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় রোপা আমনের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ৪ হাজার ৫’শ ৫০ জন কৃষকের প্রত্যেককে ৫ কেজি উন্নত জাতের বীজ ও ২০ কেজি রাসায়নিক সার দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে আইনজীবীকে প্রাণনাশের হুমকি!

ঝিনাইদহে জমি নিয়ে পারিবারিক বিরোধের জের ধরে ঝিনাইদহ জজ আদালতের আইনজীবী আহমেদ ওয়াসিফ কামালকে ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি

দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ভাই আহমেদ সাদাত কামাল। এঘটনায় অ্যাড.আহমেদ ওয়াসিফ কামাল হুমকী দাতা ভায়ের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।

সূত্রে জানা গেছে, শৈলকুপা উপজেলার কুমিড়াদহ গ্রামের এবং ঝিনাইদহ আদর্শপাড়া বকুলতলার বাসিন্দা আহমেদ মাসুদ কামালের দুই ছেলে, এককন্যা ও স্ত্রী রেখে তিনি ২০২৪ সালের ২৮ আগস্ট মারা যান। তিনি মারা যাওয়ার পর আহমেদ মাসুদ কামালের বড় ছেলে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী আহমেদ সাদাত কামাল এবং ছোট্র ছেলে আইনজীবী আহমেদ ওয়াসিফ কামালের সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয় তাঁদের গ্রামের বাড়ির হাটফাজিলপুর বাজারের জমির দলিলের মালিকানা নিয়ে। আইনজীবী বাবা আহমেদ মাসুদ কামাল মৃত্যুর আগে ছোট ছেলে ওয়াসিফ কামাল ও কন্যা দিশা কামাল এই দুই ভাই-বোনের নামে বিপণি বিতানসহ ৮৫ শতক জমি লিখে দিয়ে যান । কিন্তু ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ডিআর অফিসের মহাফেজখানায় রাখা দলিলের একটি নাম ঘষামাজা দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ভাই ও আইনজীবি ভাই মহাফেজখানায় রাখা দলিল ঘষামাজা একে অপরকে দোষারোপ করছেন। আইনজীবী হিসেবে পিতা-পুত্রের যথেষ্ট সুনামও রয়েছে। ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহাফেজখানার রাখা দলিলে ঘষামাজা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে খোজ নিয়ে যানা গেছে উক্ত ঘটনার বিষয়ে “তদন্তাধীন” আছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিজ্ঞ আইনজীবী আহমেদ ওয়াসিফ কামাল বলেন, “আমাদের দুই ভাইয়ের জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে ঢুকে গেছে তৃতীয় পক্ষ। এই তৃতীয় পক্ষই হলেন মামাতো ভাই তুষারদের পরিবার। আমার বিরুদ্ধে, মামাতো ভাইদের ছত্রছায়ায় সমাজে নানা অপবাদ, অপকর্ম, নানা ধরনের সামাজিক হেনস্থ, হুমকিসহ বিভিন্ন মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সেকারনেই আমি ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছি।

আহমেদ ওয়াসিফ কামাল আরো বলেন, “আমাদের পিতা আমার ও আমার বোন এর নামে ২০১৫ সালে একটি দান দলিল করিয়া রাখিয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পর বড় ভাই ঐ দান দলিল অস্বীকার করেন। বড় ভাই আহমেদ সাদাত কামাল অর্থ দিয়ে ঐ দান দলিল কে প্রশ্নবিদ্ধ করিবার কুমতলবে তুষার এর সাথে যোগসাজস করিয়া রেজস্ট্রি অফিস এর কর্মচারীদের হাত করিয়া বালাম বই নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ঘষামাজা করিতে পারেন। যাহাতে ঐ দলিল টি ভবিষ্যতে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। বর্তমানে রেজিষ্ট্রি অফিস তাহা তদন্ত করিতেছে। উক্ত ঘটনার তদন্ত কে ভিন্ন রাস্তায় প্রবাহিত করিবার জন্য এবং তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য এড়ানোর জন্য সংবাদ পত্রে মহাফেজখানায় দলিল ঘষামাজার বিষয়ে সাংবাদিক কে মিথ্যা তথ্যদিয়ে

পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করান তারা। যা প্রকৃত ঘটনা ও বাস্তবতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ন ও বিভ্রান্তিকর।

ইতোমধ্যে আমি ঝিনাইদহ সদর থানায় উক্ত বিষয় উল্লেখ করে একটি অভিযোগ দায়ের করিয়াছি। আমার উপর এই হুমকি শুধু একজন আইনজীবীকে নয় পুরা সমাজ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছে তারা। এমন পরিস্থিতিতে চুপ থাকা অন্যায়ের সাথে আপোষ।”হুমকির কাছে মাথা নত নয়, আমরা চাই আইনের শাসন এবং ন্যায় বিচার।” মহাফেজখানায় দলিল ঘষামাজার বিষয়টি তদন্ত হচ্ছে। যে কারণে এ বিষয়ে তিনি বেশি কিছু বলতে চাচ্ছেন না।

এ বিষয়ে আহমেদ সাদাত কামালের মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তার মুঠোফোনেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

ঝিনাইদহে ৩ দিন ব্যাপী জাতীয় ফল মেলার উদ্বোধন

‘দেশী ফল বেশি খাই, আসুন ফলের গাছ লাগাই’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে ৩ দিন ব্যাপী জাতীয় ফল মেলা।

বৃহস্পতিবার (১৯ জুন) সকালে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে এ মেলার উদ্বোধন করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায়’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মঞ্জুর মোর্শেদ, জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা: এ এস এম আতিকুজ্জামান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ নবী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক সেলিম রেজা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে এ মেলায় ৫ টি স্টল প্রদর্শণ করা হয়েছে। প্রায় অর্ধশত

প্রকার দেশীয় ফল ও ফল আবাদের উন্নত প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে মেলায়।

আগামী ২১ জুন শেষ হবে এ মেলা। দেশীয় ফলের উৎপাদন ও ভোক্তা সচেতনতা বাড়াতে এ ধরণের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন আয়োজকরা।